যুগান্তর

তারিখ 30 AUG 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

শিক্ষামন্ত্রী দেশে ফিরলেই সিদ্ধান্ত

৭৩ হাজার শিক্ষক এমপিওসহ নানা আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন

মুশতাক আহমদ

এমপিওসহ বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধার ঘোষণা আসছে। আগামী মাস থেকেই সরকার ৭৩ সহস্রাধিক শিক্ষককে ওই সুবিধা দেবে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। হয়েছে অর্থ সংস্থানও। এখন শুধু মন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শূন্য পদে এমপিও, ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিও, টাইম স্কেল, উচ্চতর শিক্ষা স্কেল, অভিজ্ঞতা স্কেল ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি— এ ছয় ধরনের আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে তাদের। এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার ৭৩ হাজার ৬৮ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে আপাতত ওই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তারা সর্বমোট ১৭৯ কোটি ৪৭ লাখ টাকার সুবিধা পাবেন। সূত্র আরও জানায়, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বর্তমানে মরিশাসে অবস্থান করছেন। আগামী ২ সেপ্টেম্বর তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে। তিনি এলেই বিষয়টি অনুমোদন করা হবে। শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, শিক্ষকদের ওইসব আর্থিক সুবিধা দেয়ার বিষয়টি নিয়ে তারা সোমবার মন্ত্রণালয়ে সভা করেছেন। সেখানে এমপিওবহির্ভূত শিক্ষকদের সুবিধা পুনরায় চালুসহ আরও কয়েকটি

সুবিধা : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

সুবিধা : শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ নিয়ে সুসংবাদ দিতে পারব। জানা গেছে, আর্থিক সুবিধার জন্য নির্বাচিত শিক্ষকরা দুভাবে নির্বাচিত হবেন। একটি অংশ তারা, যারা ইতিমধ্যে ওই ছয় ধরনের সুবিধার জন্য আবেদন করেছেন। আরেক অংশ আগামী বছরের যে মাস পর্যন্ত ওই সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন বা নতুনভাবে নিয়োগ পাবেন। মোট শিক্ষকের মধ্যে স্কুলের রয়েছেন ৪৪ হাজার ৫৩৮ জন, কলেজের ১০ হাজার ৮৩০ জন আর মাদ্রাসা শাখার ১৭ হাজার ৭শ' জন। তাদের মধ্যেই দুধরনের শিক্ষক রয়েছেন। ইতিমধ্যে আবেদনকারী হিসেবে স্কুলের আছেন ১৯ হাজার ১৩৮ জন, কলেজের ৫ হাজার ১২১ জন আর মাদ্রাসার ৯ হাজার ৮৮০ জন। তারা সবাই আগামী পর্যন্ত আবেদনকারী। এর বাইরে সেপ্টেম্বর থেকে আগামী যে মাস পর্যন্ত শূন্য পদে নিয়োগপ্রাপ্ত বা ইনডেক্সধারী এমপিওপ্রার্থী, টাইম স্কেল, উচ্চতর শিক্ষা স্কেল, অভিজ্ঞতা স্কেল ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন এমন শিক্ষক হিসেবে স্কুলে ২৫ হাজার ৪শ', কলেজে ৫ হাজার ৭০৯ জন আর মাদ্রাসায় ৭ হাজার ৮২০ জন রয়েছেন। অর্থাৎ এ ৩৯ হাজার শিক্ষক নতুন করে আবেদনের সুযোগ পাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কেবল মাদ্রাসায় ১শ' জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এসব শিক্ষকের পেছনে সর্বমোট ১৭৯ কোটি ৪৬ লাখ ৩১ হাজার ৯৬৯ টাকা বণ্টন করা হবে। এর মধ্যে আগামী পর্যন্ত আবেদনকারী শিক্ষকদের জন্য মোট ব্যয় হবে ১১৪ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার ৮৪২ টাকা আর সেপ্টেম্বর থেকে আগামী যে পর্যন্ত আবেদনকারীদের পেছনে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে বাকি ৬৪ কোটি ৭৩ লাখ ১৯ হাজার ১২৭ কোটি টাকা। পৃথক হিসেবে স্কুল শাখায় উচ্চ ধরনের শিক্ষকদের পেছনে ব্যয় হবে ৮৫ কোটি ৭৫ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯০ টাকা, কলেজ শাখায় ৪২ কোটি ৪২ লাখ ৫৩ হাজার ১৭৯ টাকা, মাদ্রাসা শাখায় ৫১ কোটি ১৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের জুন মাস থেকে শূন্য পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ও ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিও বন্ধ রয়েছে। একইভাবে অন্যান্য সুবিধাও দেয়া হচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ করে এমপিও বণ্টনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে গত অর্থবছরে প্রায় ২শ' কোটি টাকা ফেরত গেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু অনেক চাপাচাপির পর কেবল ইনডেক্সধারী শিক্ষক ছাড়া বাকি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধাবঞ্চিত রাখা হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ চরমে। বিপরীত দিকে এমপিও না পেয়ে অনেক শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অনাহার আর অর্ধাহারে থাকা ওইসব শিক্ষকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মাউশিতে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট 'ফুল বাণিজ্যে' মেতে উঠেছে। জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ বলেন, শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। কোন ধরনের আর্থিক সংকট নেই। তিনি বলেন, সরকার শিক্ষকের সংখ্যার হিসেবে বরাদ্দ দেয় না। বরাদ্দ দেয় পাকেট হিসেবে— মাউশিকে কত টাকা দেয়া হল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যেই সব আপত্তি নিষ্পত্তির পরও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকতে পারে বলে মনে করেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈনিকই শিক্ষকরা নিয়োগ আর অবসরে যান। যে অরণে ইনডেক্সধারী বা শূন্য পদে কতজন নিয়োগ পেয়েছেন তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না।

টাইম স্কেল : স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় মোট টাইম স্কেল পাচ্ছে ২৩ হাজার ৮১৬ জন। এর মধ্যে স্কুলে ১১ হাজার ১১ জন, কলেজে ৬ হাজার ৮শ' আর মাদ্রাসায় ৬ হাজার। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে স্কুলে ৩ হাজার ৫১৬ জন, কলেজে ৩ হাজার ১০৮ জন আর মাদ্রাসায় ৩ হাজার ৩শ' টাইম স্কেলের জন্য আবেদন করেছেন। বাকিরা নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ইনডেক্সধারী এমপিও : ইনডেক্সধারী এমপিও বলতে যারা বর্তমানে এমপিও পাচ্ছেন কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানে একই বা উচ্চপদে নিয়োগ নিয়েছেন নতুন করে, তাদের এমপিও বা সরকারি বিল নয়া প্রতিষ্ঠানের নামে বদলি হবে। এসব শিক্ষকের নামে আগে থেকেই অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সরকার আর্থিক সংকটের কথা বলে তাদের এমপিও বন্ধ করে রেখেছিল ২০১১ সালের যে মাস থেকে। পুরো একবছর তারা এমপিও পাননি। সম্প্রতি তাদের এমপিও দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরপরও সারাদেশে বর্তমানে ৯৪৪ জন এ ধরনের শিক্ষক রয়েছেন। জানা গেছে, তারাসহ আগামী যে মাস পর্যন্ত স্কুল শাখায় ৩ হাজার ৫৪২ জন, কলেজ শাখায় ১৮০ জন ও মাদ্রাসায় ৫শ' শিক্ষককে সুবিধা দেয়া হবে।

নন-ইনডেক্সধারী বা শূন্য পদে এমপিও : সারাদেশে এ ধরনের শিক্ষক রয়েছেন স্কুলে ৭ হাজার ৫৩৪ জন, কলেজে ১ হাজার ৮৮৫ জন। তারা বর্তমানে আবেদন করে রেখেছেন এমপিওর জন্য। তাদের বাইরে আগামী বছরের যে পর্যন্ত স্কুলে আরও সাড়ে ৭ হাজার, কলেজে ১ হাজার ৬৬৫ জন ও মাদ্রাসায় আড়াই হাজার শিক্ষককে এমপিও দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইনডেক্সবিহীন বা শূন্য পদের এমপিও বলতে যেসব প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এমপিও পাওয়ার জন্য নির্বাচিত রয়েছেন, সেসব প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে যারা নতুন নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

উচ্চতর শিক্ষা স্কেল : বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভের পর অনেকে বিএড বা কামিল বা মাস্টার্স, এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে থাকেন। এর জন্য সরকার শিক্ষকদের আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করে। বর্তমানে স্কুলে এ ধরনের শিক্ষক আছেন ২ হাজার ৩শ', কলেজে ৪৯ জন আর মাদ্রাসায় ৩৩০ জন। আগামী মাস বা সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছরের যে পর্যন্ত স্কুলে ৩ হাজার, কলেজে ৫১ ও মাদ্রাসায় ২৭০ জনকে নতুন করে সুবিধা দেয়া হবে। এর জন্যও অর্থ বরাদ্দ রয়েছে মাউশি।

অভিজ্ঞতার স্কেল : একার সরকার স্কুল ও মাদ্রাসায় অভিজ্ঞতার স্কেল দেবে। ইতিমধ্যে স্কুলে ৫ হাজার ১৪৩ জন ও মাদ্রাসায় আড়াই হাজার এ ধরনের শিক্ষক রয়েছেন। এর বাইরে স্কুলে আরও সাড়ে ৪ হাজার আর মাদ্রাসায় ২ হাজার শিক্ষককে এ ধরনের সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাদ্রাসায় পদোন্নতি : মাদ্রাসায় এবার ১শ' শিক্ষককে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। মাউশি এ খাতে ৭০ লাখ ১৮ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে।

প্রতিষ্ঠান এমপিও : এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন এমপিও দেয়ার দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে। নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদ নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ওই আন্দোলন চালাচ্ছে। মঙ্গলবার পৃথক সংবাদ সম্মেলনে উভয় সংগঠন সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে। এর মধ্যে প্রথম সংগঠনটি ১ সেপ্টেম্বর আর দ্বিতীয়টি ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে প্রথম সংগঠনটি ২ সেপ্টেম্বর আর দ্বিতীয়টি ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ঢাকায় প্রেস ক্লাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে।

প্রসঙ্গত, সারাদেশে প্রায় ৭ হাজার প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এমপিওবিহীন রয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ওই দুটি সংগঠন আন্দোলন করছে। উল্লেখ্য, এমপিওর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। কেননা, শিক্ষকরা অনেকেই ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। প্রভাবের কথা বিবেচনায় মহলেই সরকারের ভাবিদার বামপন্থী নেতারা বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননও আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। প্রেস ক্লাবে তাদের সমাবেশে যোগ দিয়ে এমপিও না দিলে পদত্যাগ করার ঘোষণাও দেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতারা এসব কথা উল্লেখ করেন।